দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 JAN 1997
পৃঃ ৩ কলাম 2

নিরক্ষরতা দূরীকরণে

আরও ৫০টি থানায় ৬২৭০টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ।। আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্তকরনে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প—১' নামে ৩০টি জেলার আরও ৫০টি থানায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের এক কর্মসূচী হাতে নিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এই প্রকল্পের অধীন থানাগুলি হইতেছে ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুণ্ডু, মানিকগঞ্জের সদর ও সাটুরিয়া, টাঙ্গাইলের কালিহাতি ও মধুপুর, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, ফুলপুর ও ফুলবাড়ীয়া, জামালপুরের বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুরের ঝিনাইগাতি, নেত্রকোনার মদন ও পূর্বধলা, কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর, করিমগঞ্জ ও কটিয়াদি, শরীয়তপুরের ডামুড্যা, রাজবাড়ীর পাংশা, কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া, বান্দরবানের লামা ও রোয়াংছড়ি, খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি ও মাটিরাঙ্গা, লক্ষ্মীপুরের রামগতি, কুমিল্লার মুরাদনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগর ও বাঞ্ছারামপুর, সুনামগঞ্জের দিরাই ও জগন্নাথপুর, হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও বাহুবল, ঠাকুরগাঁর বালিয়াডাঙ্গা, রংপুরের গঙ্গাছড়া ও তারাগঞ্জ, কুড়িগ্রামের রাজারহাট ও উলিপুর, গাইবান্ধার সদর ও সুন্দরগঞ্জ, নাটোরের বড়াইগ্রাম, চাপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুর, সাতক্ষীরার সদর ও কলারোয়া, মাগুরার সদর, মেহেরপুরের গাংনী, পটুয়াখালীর গলাচিপা এবং বরগুনার পাথরঘাটা।

এই কর্মসূচীর আওতায় নির্বাচিত থানাগুলিতে ৬ হাজার ২ শত ৭০টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে এবং ১৫ হইতে ২৪ বছর বয়স্ক এক লক্ষ ৮৮ হাজার একশতজন নারী পুরুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্তকরণের জন্য সাক্ষরতা শিক্ষা ও পাঠদান করা হইবে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নির্বা-

(১৩শ পৃঃ দ্রঃ)

আরও ৫০টি থানায়

(৩য় পৃঃ পর)

চিত ও অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হইবে। ইতিমধ্যেই ১১২টি এনজিও প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হইয়াছে এবং প্রকল্পের সাথে যুক্ত সরকারী কর্মকর্তা ও এনজিওগুলিকে ওরিয়েনটেশন দেওয়া হইয়াছে। এই নূতন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন '৯৭-এর জানুয়ারী হইতে শুরু হইবে এবং ইহার মেয়াদকাল ৫ বছর। শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪৯৪ টাকা ৯৮ পয়সা।

এনজিওগুলি সংশ্লিষ্ট জেলা কো-অর্ডিনেটর ও থানা নির্বাহী অফিসারদের সাথে আলোচনা করিয়া কর্ম এলাকা নির্বাচন করিবে। তবে কর্ম এলাকা নির্বাচনকালে যে সকল থানা বা গ্রামে আদৌ বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় নাই সেইগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। কেন্দ্রগুলি গুচ্ছাকারে স্থাপন করা হইবে এবং অর্ধেক মহিলাদের জন্য থাকিবে। শিক্ষার্থীদের যাতায়াত ও বসার সুবিধা সম্বলিত বাড়ীঘর, ক্লাব, স্কুল, মাদ্রাসা, কমিউনিটি সেন্টার প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থী থাকিবে। আর সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচী বাস্তবায়ন কেন্দ্রগুলিতে ১৫০ জন শিক্ষার্থী থাকিবে। প্রতিটি কেন্দ্রে কমপক্ষে একজন নবম শ্রেণীর রেজিষ্ট্রেশনধারী শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ১৫ টি কেন্দ্র প্রতি একজন এইচ এস পি পাস সুপারভাইজার থাকিবে। সপ্তাহে ৬দিন ২ ঘন্টা করিয়া পাঠদান চলিবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ব্লাক বোর্ড, বসার মাদুর, খাতা, পেন্সিল, অন্যান্য উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইবে।